JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

আফসার আমেদের ছোটগল্প ' গোনাহ্ ': সময়ের বহুস্বরিক দ্যোতনা

মৌমিতা হোড়
স্নাতক শিক্ষক
শিক্ষা দপ্তর,
ত্রিপুরা সরকার

Abstract

ছোটগল্প যে শুধুমাত্র গল্প বা কাহিনি বর্ণনা করে তা নয়। রিক্ত-বিধ্বস্ত-তিমিরাচ্ছন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষের অন্তরের কথা ছোটগল্পে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রকাশ পায় ছোটগল্পে। নারীরা চিরকাল বঞ্চিত হয়ে আসছে সেখানে। গ্রাম্য পরিবেশে নারীর অসহায়তার কথা সাহিত্যিক আফসার আমেদ ছোটগল্পে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। আসলে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নারীরা পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ। আধুনিক যুগেও যেখানে বিজ্ঞানের ছোঁয়া অনেক দূরে প্রসারিত, সেখানেও দেখা যায় নারীকে প্রান্তিকায়িত 'অপর' বলে বিবেচিত করা হয়। যা লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সময় বদলাচ্ছে। একইসঙ্গে মানুষের চিন্তা-ভাবনারও পরিবর্তন হচ্ছে। কালের ধারা থেকে মুক্তি নেই সেই 'অপর' শ্রেণিদের। পর্দাপ্রথার আড়ালে প্রতিনিয়ত শোষণের শিকার হতে হচ্ছে তাদের। যার উদাহরণ গল্পকার তাঁর লেখায় ব্যক্ত করেছেন।

Main Article :

বাংলা সাহিত্যের জগতে সাহিত্যিক আফসার আমেদ নামটি বিশেষ জনপ্রিয় । ১৯৫৯ সালের ৫ এপ্রিল আফসার আমেদ জন্মগ্রহণ করেন কলকাতার হাওড়া জেলার কড়িয়া গ্রামে। লেখকের বর্তমান ঠিকানা হাওড়া, বাগনান, এন ডি ব্লক (পশ্চিমবঙ্গ)। উনিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'জনস্রোেত, জলস্রোত' (১৯৭১) প্রকাশিত হয়। আফসার আমেদের ছোটগল্পের বিষয়বস্তু যেন সমাজের এক একটি জ্বলন্ত সমস্যা। প্রত্যেক ছোটগল্পের কাহিনির প্লট ভিন্ন। তিনি নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে তাঁর গল্পের কেন্দ্রে স্থাপন করে বলেছেন তাদের সমস্যার কথা, তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্তের কথা। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তাদের দৈনন্দিন জীবন বাস্তবতার। নানা সমস্যার মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই ও দারিদ্রসীমার নীচে বাস করা লোকের জীবনের নানা টানাপোড়েনের কথা। স্থান-কাল-পাত্র ভিন্ন, ভিন্ন পরিবেশে বাস করা মানুষের কথা প্রতিটি চরিত্রের মাধ্যমে পাঠকের
কাছে তুলে ধরেছেন। সমালোচক বলেছেন --

"ছোটগল্প হল এমন এক কাহিনী যা কোনো ঘটনা, পরিবেশ যা মানসিকতাকে নির্ভর ক'রে একটি ভাবগত ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করে, এবং সেই প্রতিষ্ঠিত ভাবগত ঐক্যের গভীর প্রতীতি ক্রমশ নাটকীয় শীর্ষদেশ স্পর্শ ক'রে পাঠকের মনোভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে।" (১)

মিলন-মধুর প্রেমের গল্প লেখা আফসার আমেদ-এর উদ্দেশ্য নয়। সময়ের বহুস্বরিক দ্যোতনার পর্যবেক্ষণে সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরতে চান তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। পর্যবেক্ষণেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায় না। এভাবে এতে নিহিত থাকে প্রখর সমালোচনাও। আধুনিক যুগে পণ্যায়ণের ফল ভোগবাদী সমাজে মানুষ সম্পদ, যশ, খ্যাতির পেছনে ছুটতে চায়। ফলে মানুষ মানুষের কাছে অবহেলিত হয়ে পড়ে, সমাজ ব্যাধির নানাদিক লেখক তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। নারীর জীবন-জটিলতার কথা উঠে এসেছে এতে। আর যেসব কাহিনিকে কেন্দ্র করে পরিধিতে সময়ের অনেকান্তিক নির্যাস উঠে এসেছে।

প্রাপ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত, ক্রমশ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হতদরিদ্র মানুষ যাদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সংগ্রাম করতে হয় এবং নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতা, আনন্দ-বেদনার সফল রূপকার গল্পকার আফসার আমেদ। অশিক্ষিত, অন্তেবাসী, অপর, নিম্নবর্গীয় যারা ক্রমশ অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে - তাদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর আলো নিক্ষেপ করেছেন গল্পকার। তাঁর গল্প পড়ে রিক্ত-ধ্বস্ত-তিমিরাচ্ছন্ন পরিবেশে বেড়ে ওঠা মানুষের অন্তরের কথা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামে কিভাবে জড়িয়ে পড়ে; তাদের আত্মগ্লানি, জীবনবোধের দীনতাপূর্ণ ছবিও পাওয়া যায়। একইভাবে ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ আদায়, নর-নারীর পদস্খলন, ধর্মভীরু নারী, মমতাময়ী মা এমন নানা বিচিত্র চরিত্রের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর ছোটগল্প পড়ে।

আফসার আমেদের 'গোনাহ্' গল্পটি ('পরিচয়', শারদীয়) ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পে দেখা যায় জয়নুদ্দিন কাজির বাড়ি মিলাদ মহফিল উপলক্ষে কলকাতা থেকে মৌলানা আসবেন, তাই বাড়ির কাজের মেয়ে ফরিদার কাজের অন্ত নেই। মাত্র ষোলো বৎসর বয়সী ফরিদাকে সারাক্ষণ কাজের পেছনে ছুটতে হয়। রসিদ তাকে জল দিতে বলে, এর মধ্যে মালেকের মা ফরিদাকে ডেকে অন্যান্য সব কাজ করার কথা বলেন । রসিদ তার বউকে 'ছাড়চিঠি'দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এটাও ফরিদাকে জানায়। ষোল বছরের মেয়ে ফরিদা সারাদিন কাজ করার পর অবসর সময়ে কারো বউ হওয়ার স্বপ্ন দেখে। সে সূচ-এর কাজ জানে, রুমালে তার কল্পিত বরের নামও লেখে-আবদুল খালেক। কাজির বড় ছেলের নাম আবদুল মালেক। তার মনে হয়, খালেক আর মালেক একই 'খ' এর জায়গায় শুধু 'ম'। ফরিদা কাজির বাড়িতে কাজের ঝি হিসাবে নিয়োজিত। সে কাজ করে, সারাদিন খেটে মরে, কিন্তু নিজেকে এ বাড়ির গিন্নির মতই ভাবে; কারণ সে জানে গিন্নিরাও এভাবে ঘরের কাজ করে, বাসন মাজে। তার মন নানা স্বপ্ন দেখে, কিন্তু ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করা ঝি-এর ভবিষ্যত জীবন ততটা মসৃণ নয়। নানা চড়াই-উতরাই-এর মধ্য দিয়ে তাকে পেরোতে হবে। সমালোচকের মতে -

"হাওড়া জেলার পুরুষশাসিত, কোরান-শাসিত, মোল্লা-শাসিত গ্রামসমাজ থেকে উঠে এসেছে তাঁর পাত্রপাত্রীরা। আধুনিকতার স্পর্শ সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়, কিন্তু তা চরিত্রগুলিকে অভিপ্সিত স্বাধীনতা দেয় না। লেখকের পর্যবেক্ষণ গভীর ও দূরপ্রসারী। গ্রামীণ মুসলিম সমাজের গতি কোথায় বাধাপ্রাপ্ত যাচ্ছে তা তাঁর অজানা নয়।" (২)

তাই যখন ঘাটে কুপি জ্বালিয়ে অন্ধকারে বাসন মাজে ফরিদা তখন তার আঁচলের হাওয়ায় কুপি নিভে যায়। তাকে ডাকতে ঘাটে যায় মালেক। 'মেটে বোরোজের' মৌলানা এসেছেন বলে জানায় মালেক। হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খেয়ে ফরিদার গায়ে পড়ে যায় মালেক। ফরিদা অনুরণিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ফরিদা জানে-

"মালেক পাশ দেয়া ছেলে। খানদানি ঘরে বিয়ে বিয়ে হবে। গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেও দোষ হয় না। সে যদি পড়ে যেত, দোষ হত।"(৩)

ফরিদা তার অবস্থান বুঝতে পারে। তাই ঘরে ঢুকেই নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মহফিলের সব কাজ সে সামলে নেয় নিজের মত করে। মৌলানা ছটা বালিশের মাঝখানে বসে পাপ-পুণ্যের হিসেব-নিকেশ করেন। আর ফরিদা সবার প্রয়োজনে মিটাতে ব্যস্ত থাকে। তার দেহ-মনের উপর নির্ভর করে আছে এখানে অনেকেই। রসিদও সে সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। মহফিলের প্রস্তুতি, পাশাপাশি রান্নাঘর পরিচালনা সবই ফরিদার শ্রমের উপর নির্ভর করে। এক সময় দেশলাই চাইতে এসে মালেক তার কুমতলব চরিতার্থ করে। তখন ফরিদার মুখে গল্পকার শুনিয়েছেন-

"ও মালেক ভাই, গোনাহ হবে না তো?' ফরিদা ফিসফিসোয়। 'দূর-দূর, মিছে কথা! 'মৌলানা যে বলচে?' মালেক বিড়িতে জোর টান দিয়ে ফরিদার মুখের মধ্যেই ধোঁয়া ছাড়ে।"(৪)

দলিজের চাতাল থেকে তখন একটা হৈ-হল্লা ভেসে আসে। কাজি সাহেব মালেককে ডাক দেন, মালেক ছুটে চলে যায় ফরিদা দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকারে ফরিদা পেঁপে গাছ তলায় স্থির নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আর একটি ডাকের অপেক্ষায় এক, দুই, তিন গুনতে থাকে। ফরিদা মালেককে জিজ্ঞেস করেছিল 'গোনাহ হবে কিনা!' মৌলানা ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন তখন সে শুনেছে তিনি বলেছেন পাপ-পুণ্যের হিসাবের কথাও -

"ভাইসব, আমরা কেউ ইসলামের পথে থাকছি না।" (৫)

মালেককে খালেক ভেবে ফরিদা নানা রঙিন স্বপ্নের জাল বুনেছে। তবু মালেক ফরিদার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত নয়। আর ফরিদাও জানে মালেক পড়াশুনা জানা ছেলে, তাই এই বাড়িতে তার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত নয়। মালেক সবার অজান্তে লুকিয়ে অবৈধ কাজ করছে তাই পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে পালিয়ে যায়। আবার মালেকের মা মেয়ে মহলে তার ছেলের গুণগান করেন। তার ছেলেকে নামাজ পড়ার কথা বলায় সে পরদিন থেকেই পড়তে শুরু করেছে। বেহেড়পনা তার পিতা নাকি সহ্য করবেন না, 'সদ্য পুঁতে' ফেলবেন। সমালোচকের ভাষায় -

"আদর্শে সতীত্ব ও আচরণে পর্দাপ্রথা, নারীর যৌনতা, স্খলন, পবিত্রতা ও প্রজননের উপর পা হারাদারি ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা পালন করে। পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃপ্রধান সমাজের অন্তর্নিহিত অসাম্যই এই ধরনের ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়।" (৬)

'গোনাহ' গল্পে ফরিদা শুধু মুসলমান সমাজেরই নয়; হিন্দু-মুসলমান সামগ্রিক সমাজের প্রতিনিধি। মৌলানার বক্তৃতা শুনে 'নেকি' হবে তাই 'মরদ মৌলানারা' যাতে তাদের দেখতে না পায় এর জন্য মালেকের মা মেয়ে কুটুম নিয়ে 'সামনেটা শাড়ি ঝুলিয়ে পর্দা করে' দেয়। জোরে জোরে 'দরুদ শরীফ' পাঠ করে মানুষের কানে পৌঁছে দিলে পূণ্য অর্জন হবে এটা মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতিক অঙ্গ। কিন্তু ফরিদার ষোল বছরের ছোট জীবনে এমন বিষাদ, ক্লান্তি, অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংকট এটা একমাত্র ফরিদা নামক কোনো নির্দিষ্ট মেয়ের নয়। এই সংকট সমাজে বাস করা নিরাপত্তাহীন প্রত্যেক নারীর। মুসলমান সমাজ-প্রেক্ষিতে লেখা 'গোনাহ' গল্পে ফরিদা দৈহিক, মানসিক ও শ্রম নির্যাতনের শিকার। শ্রেণি-বিভেদের কথাও গল্পে পাওয়া যায়, ফরিদা কাজির বাড়ির কাজের ঝি, সে

শুধু কাজই করবে। কোমরে বিছেহার লাগিয়ে কাজি-গিন্নি ফরিদাকে দেখতে না পেয়ে চিৎকার দেন --

"মাগী কি চরাট খেতে ছুটে গেছলে? আর ইদিকে আমি মরি।"(৭)

ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে ফরিদা সেও ভবিষ্যতে কারো গিন্নি হওয়ার স্বপ্ন দেখে, তাই একটা জোনাকিকে 'গিনি' বাঁধার মত বেঁধে চাবি গোছার মত আঁচলটা ঘাড়ে ফেলে দেয়। ধর্মের ভয়ে ভীত ফরিদা, সে জানে সব জায়গায় আল্লা আছেন, 'বুকের মধ্যেও তার বাস।' সাহিত্যিক রামকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন --

"আফসারের এই গল্পে দেহ ও মন, বাস্তবতা ও কল্পনা, পাপ ও পূণ্য-এরকম বিপরীত গোত্রের শব্দ আমদানি করেছেন। গল্পের শেষে 'ছুঁচ' দিয়ে মহফিলের সুরকে কেটেও দিয়েছেন।"। (৮)

অশিক্ষিত, অতি দরিদ্র ফরিদার সাথে কাজির বাড়ির লোকের সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে তফাৎ লক্ষ করা যায়। যেখানে ফরিদা ভাবে গোনাহ হবে কিনা সেখানে মালেক 'দূর, মিছে কথা' বলে বিড়িতে জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। ফরিদার মন ও শরীরের দোটানার কথা লেখক দেখিয়েছেন গল্পে। কাজের বাড়ির লোকেরা শোষকশ্রেণির প্রতিনিধি। সেই বাড়িতে থেকে ফরিদার দেহ-মন শোষিত হয়। একদল শোষক শ্রেণির লোক নিজেদের পূণ্য অর্জনের জন্য অন্যের উপর নির্যাতন করে। তাদের পাপের উপর ভিত্তি করে পূণ্যের স্থান নির্ধারিত হয়। পূণ্যের জন্য 'বাঁশ পুঁতে' মাচা তৈরি করে, নিচে শতরঞ্জি পেতে মিলাদ-মহফিলের আয়োজন করা হয় আর এই উপলক্ষে অনেক লোক-সমাগমে জয়নুদ্দিন কাজির আর্থিক স্বচ্ছলতার কথাও চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। সে যে কত বড় ধার্মিক এটাও জানা হয়ে যাবে সবার। অনেক শ্রম দিয়ে তৈরি এই আসরে মৌলানা পূণ্যের বাণী শুনিয়েছেন। 'কথাশিল্পে আফসার আমেদের মুসলমান মানস' নামক প্রবন্ধে রামকিশোর ভট্টাচার্য 'গোনাহ্' গল্প সম্পর্কে বলেছেন--

"পাপ অর্থাৎ গোনাহ-র শাস্তি পেয়েছেন মৌলানা। ফরিদা নিঃশব্দে অর্জন করেছে নিজের সত্য। তার ষোল বছরের জীবনেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা এসেছে। এখানে সে যেন মৌলানার বিদ্যা অর্জন করে সহযোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।"(৯)

পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে হতে হয়েছে পুরুষের হাতের পুতুল। পুরুষের কল্পনায় সৌন্দর্যের অবয়বে নারী বিকশিত হয়ে আসছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন যে নারী 'অর্ধেক মানবী অর্ধেক কল্পনা।' সম্পূর্ণ মানুষের সংজ্ঞা অর্জন করতে পারেনি নারীরা আমাদের সমাজে। নারী মূর্তির কল্পনা থেকে শুরু করে নারীর দৈনন্দিন কার্যকলাপ, কর্তব্য কর্মকেও পুরুষই ঠিক করে দিয়েছে। তা শুধু জীবনধারণে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সাহিত্যের পাতায় এর রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। আফসার আমেদ-এর চোখে নারীর জীবনচিত্র সাবলীল ভাষায় ধরা পড়েছে। বাইরে থেকে লেখক
এদের অন্তগহন, অন্তমহলকে দেখেছেন ও বর্ণনা করেছেন। লেখক বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের কথা বলেছেন। মুসলমান সমাজের কিছু জানা-অজানা বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। লেখক নিজেই বলেছেন

"... মুসলমান সমাজের প্রতি আমার পক্ষাবলম্বন, যথেষ্ট আছে, এই সমাজেরই মানুষ আমি। কিন্তু রক্ষণশীল নই, সমাজেরই লেখক পরিচয় নিয়ে থাকতে চাই, মাথা উঁচু করে।"(১০)

একান্ত অনুগত নারী নীরবে সবার মতামত মেনে নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করে। পুরুষ আধিপত্যবাদী মনোভাব, নীতি নির্দেশ নারীর উপর দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে সুযোগ বুঝে এসে যুক্ত হয়েছে ধর্মের বাড়াবাড়ি। নিরক্ষরতা, অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে নারীকে বশে রেখে একদল পুরুষ তাদের কার্যসিদ্ধি করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন-

"আমার লেখার পাত্র-পাত্রীরা মুসলমান সমাজের হাওয়ায়, অনালোক এই সমাজের সুবিধে আমি পেয়েছি। আর এটুকু বলতে পারি, এই সমাজ নিয়ে লেখার অনেক কিছু আছে। নিরন্তর লিখে চলা যায়। অনেক কিছু বলার আছে, নিরন্তর বলে যাওয়া যায়।" (১১)

নারীকে প্রান্তিকায়িত করে রাখা হয়েছে তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। আর এর সঙ্গী হয়ে থাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকগুলি। সৃজনশীল লেখক নারীকে সেই অবয়বের বাইরে এনে মানববিশ্বের সঠিক পরিয়ে দিতেন। লেখক বলেছেন --

"হয়তো মেয়েদের অসহায়তার দিকগুলি বেশি এসেছে। কেউ কেউ বলেন, আমি এখানে ঘোরতর নারীবাদী। ধর্ম সমাজ তো পুরুষতান্ত্রিক, সেখানে অর্ধেক আকাশের কথা যদি বা বেশি করেই এল। তারাও তো আমার জননী-জায়া-কন্যা। ইতিহাস জুড়ে বর্বরতা তো কম হয়নি!" (১২)

আকরগ্রন্থ

১। আমেদ আফসার, 'শ্রেষ্ঠগল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, প্রথম প্রকাশ -১৯৯৯।

উল্লেখ সূত্র

১।মজুমদার উজ্জ্বলকুমার, 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, তৃতীয় সংস্করণ -২০০৯, পৃষ্ঠা -২০১।
২। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোট গল্পের একশ বিশ বছর (১৮৯১-২০১০), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত চতুর্থ সংস্করণ:২০১১, পৃষ্ঠা -৫২৯।

৩। আমেদ আফসার , শ্রেষ্ঠগল্প , দে' জ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, প্রথম প্রকাশ -১৯৯৯,পৃষ্ঠা -১৭,১৮।
৪। আমেদ আফসার, শ্রেষ্ঠগল্প, অনুরূপ, পৃষ্ঠা -২২।
৫। আমেদ আফসার, শ্রেষ্ঠগল্প, অনুরূপ, পৃষ্ঠা -২১।
৬।হুসেন সেলিনা, মাসুদজ্জামান(সম্পাদনা) 'বাংলাদেশের নারী ও সমাজ ', মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ:২০০৪, পৃষ্ঠা -৮৯।

৭।আমেদ আফসার, শ্রেষ্ঠগল্প, অনুরূপ, পৃষ্ঠা -১৬।
৮। সামন্ত সুবল (সম্পাদনা), 'বাংলা গল্প ও গল্পকার ২', পুস্তক বিপণি, কলকাতা -৯, প্রথম প্রকাশ -১৯৯৮, পৃষ্ঠা -৮৯।
৯। জুলফিকার এন (সম্পাদনা) , 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলমান মানস ', ত্রয়োদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা দীপন, মার্চ ২০১০, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ -৭৬, পৃষ্ঠা -৩৮৯।
১০। আমেদ আফসার, মুসলমান সমাজ: নানাদিক, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা -৭৩, প্রথম প্রকাশ -২০১১, পৃষ্ঠা -৯১।
১১। আমেদ আফসার, মুসলমান সমাজ: নানাদিক, অনুরূপ, পৃষ্ঠা -৯১।
১২। আমেদ আফসার, মুসলমান সমাজ: নানাদিক, অনুরূপ, পৃষ্ঠা -৮৯-৯০।